সংবাদ

তারিখ ... 15 JUN 2007
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ......

ঢাকা শুক্রবার ১ আষাঢ় ১৪১৪
Dhaka : Friday 15 June 2007

সম্পাদকীয়

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি

সরকারি নীতিমালা লঙ্ঘন করায় ১৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি স্থগিত করা হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সরকারের একটি নীতিমালা রয়েছে। নীতিমালায় রয়েছে প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার অনুমোদন থাকবে, কলেজ কার্যক্রম অর্থাৎ এমবিবিএস কোর্স শুরু হওয়ার আগেই ২৫০ শয্যার একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল চালু করতে হবে। হাসপাতালে দরিদ্র মানুষের জন্য বিনা খরচে অন্তত ৫ শতাংশ বেড সংরক্ষিত রাখতে হবে। ছাত্রভর্তি ও কোর্স চালু করার আগে নীতিমালা অনুসরণ করে পূর্বশর্তগুলো পালন করতে হবে। কিছুসংখ্যক মেডিকেল কলেজকে নীতিমালা অনুসরণের শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বেশ কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সরকারি নীতিমালার শর্ত পূরণ করছে না এবং খেয়ালখুশিমতো ও অব্যবস্থাপনার মধ্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে। এমন অভিযোগ পাওয়ার পর সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য। তদন্ত কমিটি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে তদন্ত করে। সরজমিন তদন্ত করে কমিটি শর্ত লঙ্ঘন এবং সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রমাণ পায়। তার ভিত্তিতে ১৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে পরবর্তী সেশনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করে। সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ মে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মোট ১৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

এক হিসাবে দেখা গেছে, দেশে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৩২টি ও ডেন্টাল কলেজ রয়েছে ৮টি। বাস্তবে দেখা যায় এসব বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এক লাখ টাকা খরচ করে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হতে হয়। কিন্তু সেবা করার উপকরণ ও প্রয়োজনীয় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবসহ আরও অনেক সমস্যা রয়েছে এসব কলেজে। অনেক ক্ষেত্রেই ভর্তি হওয়ার পর ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক কলেজগুলোর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন। কলেজ মালিক বা কর্তৃপক্ষ কৌশলে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে প্রকৃত অবস্থা আড়াল করে রাখে। ভর্তি হওয়ার পর প্রকৃত অবস্থা জেনে অনেকেই হতাশ হন। অনেকের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এসব অসম্পূর্ণ ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে স্থাপিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ভাল ও দক্ষ কোন চিকিৎসক তৈরিও করতে পারে না। কার্যত শুধু সার্টিফিকেট বিতরণ করে সার্টিফিকেটসর্বস্ব চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এসব মেডিকেল কলেজের অন্য কোন অবদান রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রত্যেকটি বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সার্বক্ষণিক পরিদর্শন ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। যেসব কলেজ সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করবে না এবং প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করবে না সেগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যারা এসব বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা সবাই প্রভাবশালী। আগে প্রভাব খাটিয়েই তারা কলেজের অনুমোদন এবং নিজেদের ইচ্ছামতো কলেজ পরিচালনা করেছেন। এটি আর চলতে দেয়া যায় না। এ ব্যাপারে সরকার কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।